দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 05 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

ঢাবি শিক্ষককে প্রক্টরের লাথি

এখনই রাস টানা উচিত

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন কোন পথে? দুর্নীতি ও প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নের পাশাপাশি অনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও বিস্তর অভিযোগ উঠছে সরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। প্রভাষক থেকে ভিসি নিয়োগেও চলছে দলীয়করণ। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটল তাতে আমরা রীতিমতো স্তম্ভিত-বাকরুদ্ধ। টিএসসির ক্যাফেটারিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের নীল দলের সাধারণসভায় শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সমাজবিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপককে লাথি দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, এমন পরিস্থিতি ক্ষমতার রাজনীতি বা দলীয়করণেরই ফল। এক সময় যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন পরিণতি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। শিক্ষকরাও ছাত্র সংগঠনগুলোর মতো দলীয় ক্যাডার হয়ে উঠছেন, যা উচ্চশিক্ষার জন্য, এমনকি পুরো জাতির জন্যই অশনিসংকেত।

> সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে এমন আচরণ সত্যিই হতাশাজনক। যারা জাতির পথপ্রদর্শক তাদের হাতাহাতির ঘটনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা বলপ্রয়োগে অংশ নেওয়া শিক্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই

অবশ্য এর মানে এটা নয় যে, শিক্ষকরা রাজনীতিবিমুখ বা রাজনীতি বিষয়ে অসচেতন থাকবেন। শিক্ষকরা হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে অগ্রসর সচেতন অংশ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনীতি থাকবেই। থাকাটা অপরিহার্য ও অনিবার্য। এই রাজনীতি সম্পর্কে শিক্ষকরা অবশ্যই ভাববেন এবং মতপ্রকাশ করবেন নিজ নিজ মতাদর্শ অনুযায়ী। আপত্তির জায়গাটা হচ্ছে জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি ভুলে দলাদলিতে নামিয়ে আনা। দলাদলির ফলে অন্যায় বাড়ছে এবং শিক্ষকতায় ভিন্ন মানসিকতার লোক ঢুকে পড়ছে। এতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে।

সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে এমন আচরণ সত্যিই হতাশাজনক। যারা জাতির পথপ্রদর্শক তাদের হাতাহাতির ঘটনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা বলপ্রয়োগে অংশ নেওয়া শিক্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই। সরকারকে বুঝতে হবে, ক্রমাগত ছাড় ও বিচারহীনতার সংস্কৃতিই পরিস্থিতি এমন বেপরোয়া করে তুলছে। ভবিষ্যতে এদের দ্বারা বড় বিপর্যয় ঘটার আগেই সরকারের উচিত রাস টেনে ধরা।